কালীগঞ্জে মাদকসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার শ্রীরামপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮৫ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব-৬। শনিবার সন্ধ্যায় তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, কালীগঞ্জ উপজেলার চাপালী গ্রামের মৃত ফকির আহমেদ মন্ডলের ছেলে ইয়ানুর হোসেন ও জীবননগর কোর্টপাড়া এলাকার মৃত নওশের আলীর ছেলে মিকাইল হোসেন।

সিপিসি-২, ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর কোম্পানী কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো: কামাল উদ্দিন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কালীগঞ্জ উপজেলার শ্রীরামপুর থেকে চাপালী সড়কে অভিযান চালিয়ে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

এ সময় তাদের কাছ থেকে ৮৫ বোতল ফেনসিডিল, ৩টি মোবাইল সেট ও ৬টি সিম কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে।

আটকের পর তাদের কালীগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।

গোড়ার মসজিদ হতে পারে অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র

কথিত আছে বারোবাজার নামকরণ পীর খান জাহান আলীর প্রদত্ত। তিনি বারোজন আউলিয়া নিয়ে এখানে প্রথমে এসেছিলেন এবং বারোজন আউলিয়া থেকে বারোবাজার নামকরণ হয়েছিল।

স্থানীয়রা বহু বছর ধরে বারোবাজারের আশেপাশে অনেকগুলো উঁচু উঁচু ঢিবি দেখে আসছিল। এক সময় স্থানীয়দের মনে কৌতুহল জাগে, এই ঢিবির মধ্যে কী আছে? কৌতুহল থেকেই স্থানীয় মানুষজন একটা একটা করে

মাটির ডিবি খুঁড়ে বেশ কিছু মসজিদ আবিষ্কার করে। তারই অংশ হিসেবে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর মাটির ঢিবি খনন করে এই চমৎকার একটি মসজিদটি আবিষ্কার করেন।

আগের দিনে ভবন নির্মাণ করতে রড সিমেন্ট ব্যবহার করা হতো না। তাই এ ধরনের স্থাপনার দেওয়ালগুলো থাকত অনেক পুরু। এই মসজিদের দেয়ালও কমপক্ষে ৫ ফুট পুরু এবং বর্গাকৃতির। এই মসজিদে তিনটি দরজা রয়েছে, যার মধ্যে মাঝখানের দরজাটি সবচেয়ে বড়।

মূল ভবনের সঙ্গে চারকোনে আটকোন বিশিষ্ট স্তম্ভ এবং বারান্দার সঙ্গে আরও দুটি স্তম্ভ আছে। মসজিদটির মেহরাব ও দেওয়াল বিভিন্ন নকশা সজ্জিত। মসজিদের অভ্যন্তরে চারি দেওয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত আটটি ইটের তৈরী কেবলা দেওয়ালে ও মেহরাবে পোড়া মাটির নকশা, শিকল নকশা,বৃক্ষপত্রাদীর নকশা পুষ্পশোভিত পোড়া মাটির নকশা খঁচিত আছে। মসজিদের পূর্বপাশে একটি বিশাল দীঘি আছে।

এই অপূর্ব মসজিদটির নাম করণ হয় গোড়ার মসজিদ নামে।

স্থানটি সম্পরকে তেমন কোন ইতিহাস সংরক্ষিত নাই। তবে এতটুকু জানা যাই যে, মসজিদ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ মাটির নিচে ছিল।

যেভাবে যাবেন – ঢাকা থেকে বারো বাজারের সরাসরি ভাল বাস সার্ভিস নাই। তাই যেতে হলে আপনাকে ঢাকা থেকে যশোর আসতে হবে অথবা ঢাকা থেকে দর্শনাগামী বাসে কালিগঞ্জ নেমে যেতে হবে।

যশোর অথবা কালিগঞ্জ থেকে লোকাল বাসে বারো বাজার বাস স্ট্যান্ড নামতে হবে। সেখানে নেমে যে কোন ভ্যান ওয়ালা কে বললেই নিয়ে যাবে। বাস স্ট্যান্ড থেকে মোটামুটি ১.৫ কিমি। ভ্যান ভাড়া প্রতিজন ১০-১৫ টাকা।

কালীগঞ্জে ফসলের সঙ্গে শত্রুতা

থামছেই না, এবার পুইশাক ক্ষেত সাবাড়!

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার গয়েশপুর গ্রামের দরিদ্র কৃষক বাপ্পি হোসেনের ১৪ কাঠা জমির পুইশাক গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

সোমবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। যার আনুমানিক বিক্রিত মূল্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এর আগে গত ৫ সেপ্টেম্বর রাতে একই কৃষকের ৬ কাঠা জমির বেগুন গাছ কেটে দিয়েছিল।

ভুক্তভোগী কৃষক বাপ্পি হোসেন জানান, তিনি একজন বর্গাচাষী। এর আগে গতমাসে আমার ৬ কাঠা জমির বেগুন গাছ কেটে দিয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে ক্ষেতে গিয়ে দেখি ১৪ কাঠা জমির পুইশাক গাছ কেটে দিয়েছে। এতে আমার প্রায় ২ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। গ্রামে আমার কারো সাথে বিরোধ নেই। আমার এমন ক্ষতি করে কি লাভ হলো।

কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ বলেন, মঙ্গলবার সকালে খবর পেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক বাপ্পির ক্ষেতে যায়। এর আগেও তার ৬ কাঠা জমির ক্ষেত নষ্ট করা হয়েছিল। কালীগঞ্জ উপজেলায় সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে ফসলী ক্ষেত বিনষ্টের ঘটনা। দূবৃর্ত্তরা রাতের আধারে একের পর এক নৃশংস ভাবে ধরন্ত -ফলন্ত ক্ষেত নষ্ট করছে। কৃষকেরা ধারদেনার মাধ্যমে ফসল চাষ করার পর ভরা ক্ষেত নষ্ট হওয়ায় তারা একেবারে পথে বসছে। রাতের আধারে কে বা কারা লোক চক্ষুর আড়ালে এমন জঘন্যতম কাজটি করছে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি মাহাফুজুর রহমান মিয়া জানান, খবর পেয়ে আমরা গয়েশপুর গ্রামের ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের ক্ষেত পরিদর্শন করেছি। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এদিকে, গত শুক্রবার দিবাগত রাতে একই গ্রামে বিশারত মন্ডলের ফুলকপির বীজতলার চারা কেটে সাবাড় করেছে দুর্বৃত্তরা। এছাড়াও গত কয়েকমাসে প্রায় ২০ জন কৃষকের ফসলী গাছ কেটে সাবাড় করা হয়েছে। এ নিয়ে আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু দিনের পর দিন ফসলের সঙ্গে শত্রুতার ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় চরম দুশ্চিন্তায় কৃষকরা।

কালীগঞ্জ পৌরসভার উপ-নির্বাচনে কাউন্সিলর হলেন মনিরুজ্জামান রিংকু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে উপনির্বাচন এর ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপনির্বাচনে ৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করেছেন।

এই নির্বাচনে বোতল প্রতিকের মনিরুজ্জামান রিংকু ১৬৬৭ ভোট পেয়ে বেসরকারী ভাবে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দি উটপাখি প্রতিকের মোঃ নাসিম উদ্দিন পেয়েছেন ১০২১ ভোট পেয়েছেন। এছাড়াও অন্য দুইজন প্রার্থী পাঞ্জাবী প্রতিকের আলমগীর হোসেন ৪২৬ ও ডালিম প্রতিকের মিজানুর রহমান পেয়েছেন ২০৭ ভোট। মনিরুজ্জামান রিংকু- ৬৪৬ ভোটে বিজয়ী হয়েছেন।

ভোটে একজন জুডিশিয়াল ম্যাজিট্রেড ও দুইজন নির্বাহী ম্যাজিট্রেড সহ বিপুল সংখ্যক আনসার, পুলিশ ও জঅই সদস্য দায়িত্ব পালন করেন।

সকাল ৯ টা থেকে শুরু করে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ চলে।

ভোট গ্রহন শেষে সন্ধ্যা ৬ টার দিকে ভোট গননা করে মনিরুজ্জামান কে বেসরকারী ভাবে জয়ী ঘোষনা করা হয়।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ সেপ্টেম্বর কালীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মকছেদ আলী বিশ্বাস মৃত্যুবরণ করলে ৫নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আশরাফুল আলম মেয়র পদে নির্বাচিত হওয়ার পর পদটি শূন্য হয়।

কালীগঞ্জে বিকাশ এজেন্টের বাড়িতে দুর্র্ধর্ষ ডাকাতি, নগদ অর্থ সহ স্বর্ণালংকার লুট

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে এক বিকাশ এজেন্টের বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। রবিবার রাত ৩ টার দিকে কালীগঞ্জ পৌর এলাকার কাশীপুর গ্রামের ষ্টেশন রোডের শহিদুল ইসলাম বাড়িতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

শহিদুলর ইসলাম জানায়, রবিবার রাত ৩ টার দিকে ৫/৬ জনের মুখোশধারী সশস্ত্র ডাকাতদল তার বাড়ির গেটের গ্রিল কেটে ভিতরে প্রবেশ করে এরপর জানালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। অস্ত্রের মুখে আমার এবং আমার স্ত্রীকে জিম্মি করে।

এরপর ডাকাতদল প্রায় আধা ঘন্টা ধরে অবস্থান করে একে একে সকল আলমিরা থেকে ১৭ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং বিকাশ এজেন্ট তার ছেলে বাপ্পির বিকাশ ব্যবসার নগদ ৩ লাখ ১০ হাজার টাকা ডাকাতি করে নিয়ে যায়। তার ছেলে বাপ্পি এবং বাপ্পির স্ত্রী আত্বিয় বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। এ সুযোগে তার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে বলে জানান তিনি।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাহাফুজুর রহমান মিয়া জানান, ডাকাতির খবর পেয়ে আমি এখন ঘটনাস্থলে আছি। ঘটনা জানার পর প্রয়োজনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকা থেকে কালীগঞ্জে এসে নৈশ প্রহরীর মৃত্যু

করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকা থেকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে এসে শুকুর আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে কালীগঞ্জ পৌরসভার কাশিপুর গ্রামের শ্বশুর বাড়িতে তার মৃত্যু হয়।

শুকুর আলী কালীগঞ্জের ঘোপপাড়া গ্রামের মৃত মসলেম উদ্দীনের ছেলে। তিনি ঢাকার যাত্রাবাড়ির একটি তেলের ফ্যাক্টরীর নৈশ প্রহরী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্ট ছিল। এছাড়া তিনি ডায়াবেটিস রোগেও ভুগছিলেন।

ঢাকা থেকে মৃত ব্যক্তির সাথে আসা তার ছোট ভাই খাইরুল ইসলাম জানান, তারা দুই ভাই একসাথে যাত্রাবাড়ি তীর সয়াবিন তেলের ফ্যাক্টরী তে কাজ করতেন। তিনি দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। হঠাৎ গত শুক্রবার তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। এরপর রোববার ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখান থেকে বুধবার রাত ২টায় এ্যাম্বুলেন্সে কালীগঞ্জ নিয়ে আসা হয়। বৃহস্পতিবার ভোর ৫ টার দিকে তিনি মারা যান।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শামীমা শিরিন লুবনা জানান, মৃত্যু ব্যক্তির কিছু করোনা উপসর্গ ছিল। আমরা তার নমুনা সংগ্রহ করে পাঠিয়েছি। রেজাল্টেন জন্য অপেক্ষা করছি। দেখা যাক কি হয়। তিনি আরো জানান, আমাদের মেডিক্যাল টিম ও দাফন কমিটি সাথে আছেন। দাফন কমিটি কাজ করছেন। তাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে নামাজে জানাযা শেষে কবর দেয়া হবে।

করোনার উপসর্গ নিয়ে শুকুর আলী কাশিপুর গ্রামের যে বাড়িতে মারা গেছেন সেই বাড়িটি কি লোক ডাউন করা হয়েছে? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “এখনো লডডাউন করা হয়নি, নমুনা রেজাল্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে”।
কালীগঞ্জর থানার অফিসার-ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাহফুজুর রহমান মিয়া বলেন, করোনার উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তি বৃহস্পতিবার ভোরে মারা গেছেন। তিনি বুধবার রাতে ঢাকা থেকে কালীগঞ্জে আসেন। তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা চলছে। এছাড়া মেডিক্যাল টিম তার নমুনা সংগ্রহ করেছে।